গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা
(www.cabinet.gov.bd)

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.০৪.২১.২০১৭-২৯০

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪২৪ / ২৭ আগস্ট ২০১৭

পরিপত্র

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর Chapter XIV অনুসরণ করে ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর Chapter VII অনুযায়ী মামলা প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর ওপর অর্পিত। তাছাড়া, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭১(২) অনুযায়ী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক আদালতে সাক্ষী হাজির করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সাধারণভাবে নিম্নআদালতে পিপি/এপিপিগণ রাষ্ট্রবাদী মামলা পরিচালনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, পিপি ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবী প্রমুখ সমন্বিতভাবে বিচারকার্য পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আদালতকে সহযোগিতা প্রদান করলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা আরও সহজতর হতে পারে।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে জেলাপর্যায়ে বিচারকার্য পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আদালতকে আরও সহযোগিতা প্রদান তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পথ আরও সুগম করার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে আদালত সহায়তা কমিটি গঠন করা হল:

(ক) আদালত সহায়তা কমিটি:

(১)	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	-	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
(৩)	সিভিল সার্জন	-	সদস্য
(৪)	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি	-	সদস্য
(৫)	কমান্ডার, র‍্যাব	-	সদস্য
(৬)	পিপি	-	সদস্য
(৭)	সভাপতি/সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি	-	সদস্য
(৮)	সিনিয়র কারা তত্ত্বাবধায়ক/কারা তত্ত্বাবধায়ক	-	সদস্য
(৯)	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	-	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(গ) **কার্য-পদ্ধতি:**

(১) কমিটি প্রতিমাসে একটি সভার আয়োজন করবেন;

(২) প্রয়োজনে কমিটি মাসে একাধিক সভা করতে পারেন;

(৩) সংশ্লিষ্ট আদালতের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তীতে অনুরূপ ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের ব্যবস্থা করবেন; এবং

(৪) সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঘ) **কর্ম-পরিধি:**

প্রয়োজন, বাস্তব অবস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্র বিবেচনায় নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করা যেতে পারে:

(১) সকল শ্রেণির দায়রা আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন/চিফ জুডিসিয়াল/মেট্রোপলিটন/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রসিকিউশনের পক্ষে নিয়োজিত সরকারি কৌশলি ও পুলিশ কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্য বিধি, ১৮৯৮-এর ৩৭৩ ধারার আলোকে রাষ্ট্রবাদী মামলার রায়ের কপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে প্রাপ্তির ব্যবস্থাকরণ;

(২) কোন জেলায় অথবা মেট্রোপলিটন এলাকায় ফৌজদারি কার্য বিধির ৩৭৩ ধারার বিধান অনুযায়ী রায়ের অনুলিপি যথাসময়ে পাওয়া না গেলে ক্ষেত্রমতে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল/সলিসিটর উইং-এর সঙ্গে পত্র যোগাযোগকরণ;

(৩) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিচার শাখায় সকল রায়ের কপি সংরক্ষণ এবং উক্ত শাখা কর্তৃক প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন;

(৪) সংশ্লিষ্ট আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তদন্তে ত্রুটির কারণে আসামী খালাস পেলে অপরাপর মামলার ক্ষেত্রে অনুরূপ তদন্ত কার্যক্রমে ভুল-ত্রুটি পরিহারের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) ফৌজদারি কার্য বিধির ১৭১(২) ধারা অনুযায়ী সাক্ষীদের যথাসময়ে আদালতে হাজির করার লক্ষ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তার পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ;

(৬) সরকার কর্তৃক ঘোষিত চাঞ্চল্যকর/লোমহর্ষক/নৃশংস মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে সাক্ষ্য/আলামত উপস্থাপনের নিমিত্ত যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

(৭) ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১৭ এবং ৪১৭A ধারার বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মামলার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে আপিল করার যৌক্তিক কারণ ও প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে অন্য কোন অভিজ্ঞ আইনজীবী, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, এজাহারকারী অথবা ভিকটিমের সঙ্গে আলোচনা করা;

(৮) ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১৭ এবং ৪১৭A ধারার বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষ ন্যায় বিচার লাভ করেনি মর্মে যৌক্তিকভাবে প্রতীয়মান হলে দ্রুততার সঙ্গে রায়ের অনুলিপি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দলিলাদির নকল সংগ্রহকরণ;

(৯) রায় ঘোষণার পর ছয় মাসের মধ্যে আপিল দায়ের করার বিধান থাকায় আপিল দায়েরের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়সীমার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উচ্চতর আদালতে আপিল দায়েরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১০) কোন কারণে তামাদি হলে তামাদি মওকুফের লক্ষ্যে সকল তথ্যাদিসহ সলিসিটির উইং-এ প্রেরণ;

(১১) রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন মামলায় তামাদি না হয়ে যায় সে লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ এবং সতর্কতা অবলম্বনকরণ;

(১২) যে সকল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ অভিযোগকারীর পক্ষে আপিল দায়ের করা হয়নি, সে সব ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষেও আপিল দায়ের করার সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন মনে করলে এরূপ ক্ষেত্রে আপিল দায়েরের কার্যক্রম গ্রহণ;

(১৩) সকল প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করে যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করার জন্য সলিসিটর উইং-কে অনুরোধ জ্ঞাপন;

(১৪) মামলা পরিচালনার স্বার্থে সলিসিটর উইং-এর চাহিদা মোতাবেক যাচিত তথ্য দ্রুততার সঙ্গে প্রেরণ;

(১৫) Criminal Rules & Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009-এর Vol-1-এর Rule 310 অনুযায়ী পাবলিক প্রসিকিউটর অথবা তাঁর অন্যান্য সহকর্মীগণ প্রতিনিয়ত আদালতে উপস্থিত থাকেন। তাঁর ছুটিকালীন সময়ে অন্য সরকারি কৌশলি যাতে সংশ্লিষ্ট আদালতে উপস্থিত থেকে মামলা পরিচালনা করতে পারেন সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৬) Criminal Rules & Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009-এর Vol-1-এর Rule 313 অনুযায়ী আদালতে প্রসিকিউশনের দায়িত্বপালনকারী সরকারি কৌশলি অথবা পুলিশ কর্মকর্তা সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য বিনা খরচে সাদা কাগজে নকল গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারেন;

(১৭) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক খালাস প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা আপিলযোগ্য হলে দায়রা জজ আদালতে যথাসময়ে আপিল/রিভিশন দায়ের করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) জেলা পর্যায়ের কোন আদালতে কোন নৃশংস/চাঞ্চল্যকর/লোমহর্ষক/জনগুরুত্বপূর্ণ/আলোচিত মামলার আসামীর জামিন মঞ্জুর হলে পর্যালোচনাক্রমে জামিন বাতিলের জন্য দ্রুত উচ্চ আদালতে রিভিশন দায়ের করা;

(১৯) দীর্ঘদিন যাবৎ তদন্তাধীন এমন চাঞ্চল্যকর/লোমহর্ষক/গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ যথাযথভাবে দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান;

(২০) কোন মামলায় কোন হাজতী দীর্ঘদিন ধরে বিনা বিচারে আটক থাকলে এবং তাদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ অথবা তদবিরকারী না থাকলে ঐ সকল মামলা দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান;

(২১) কোন মামলায় কোন হাজতী দীর্ঘদিন ধরে বিনা বিচারে আটক থাকলে/আইনজীবী নিয়োগের সঙ্গতি না থাকলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থাকরণ/সংশ্লিষ্ট পিপি/ নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদালতের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন/জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন;

(২২) রাষ্ট্রপক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণে সলিসিটর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল-এঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

(২৩) দ্রুত যোগাযোগ রক্ষাকল্পে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার তথা ই-মেইল, ফ্যাক্স, মোবাইল ব্যবহার করা যাবে; এবং

(২৪) প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক অন্য যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সভার কার্যবিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করবেন:

সভার সংখ্যা	ফৌকাবি ৩৭৩ ধারায় প্রাপ্ত মোট রায়ের সংখ্যা	আপিলযোগ্য রায়ের সংখ্যা	আপিল দায়েরের সংখ্যা	রিভিশন দায়েরের সংখ্যা	দায়রা জজ আদালতে দায়েরকৃত আপিল/ রিভিশনের সংখ্যা	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত আপিল/ রিভিশনের সংখ্যা	মন্তব্য

০৪। উপর্যুক্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

২৭/৮/১৭

(মো: মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ০২-৯৫৭৩৮৩৩

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট . . . . . (সকল)।

অনুলিপি:

(১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
(২) সচিব, জননিরাপত্তা/আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৩) বিভাগীয় কমিশনার . . . . . (সকল)- বিষয়টি মনিটরিং করার অনুরোধসহ।